ইসলাহুল উম্মাহ পরিচিতি

ইসলাহুল উম্মাহ

পরিচিতি

উম্মাহর বর্তমান প্রেক্ষাপটঃ ইসলাহুল উম্মাহ কি ও কেন

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য- যিনি রব্বুল আ'লামীন। দুরুদ ও সালাম রসূলুল্লাহ (সঃ) এর প্রতি যিনি রহমাতুল্লিল আ'লামীন, রসূলুল্লাহর (সঃ) পরিবারবর্গ ও বংশধর, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ও সালিহীন বান্দাগণের (রঃ) প্রতি। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রসূল। আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে দুনিয়ার বুকে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে এবং কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। ফিরিশতাদের সংগে আলোচনাকালে তিনি ঘোষণা করেন- আমি দুনিয়ায় খলিফা পাঠাতে চাই (সূরা বাকারাহঃ ৩০)। তিনি আরও বলেন- আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি (সুরা যারিয়াতঃ ৫৬)। খিলাফত ও ইবাদতের মহান পরিকল্পনায় আল্লাহ মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) এবং তার সংগী হিসাবে হযরত হাওয়া (আঃ) কে সৃষ্টি করেন। দুনিয়ায় প্রেরণের পূর্বে তিনি হযরত আদম (আঃ) কে সব কিছু শিক্ষা দেন । শয়তান তাদের বংশধরদেরকে কি ভাবে বিপথগামী করতে পারে উভয়কে তার বাস্তব প্রশিক্ষণ দেন। অতঃপর তাঁর খলিফা হিসাবে দুনিয়ার বুকে পাঠালেন এই ঘোষণা দিয়ে যে- যুগে যুগে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য পথ-নির্দেশনা যাবে, যারা সে নির্দেশনা মেনে চলবে তাদের না কোন ভয় থাকবে না তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে (সুরা বাকারাহঃ ৩৮)। হযরত আদম (আঃ) দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তা'য়ালার প্রথম খলিফা, মানব জাতির আদি পিতা ও প্রথম নবী।

দুনিয়ায় এসে হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদতের জন্য একখানা ঘরের প্রয়োজন বোধ করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তার অন্তরের আকুতি পুরনের জন্য বায়তুল মামুরের বরাবর দুনিয়ার বুকে একখানা ইবাদত-গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করে দিলেন। এই ঘরই হচ্ছে বর্তমান কাবাগৃহ যা আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় মানব জাতির জন্য প্রথম ঘর, বায়তুল্লাহ বা মাসজিদ। ধীরে ধীরে হযরত আদম (আঃ) এর বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে। এ ঘরকে কেন্দ্র করে মানব সমাজ গঠিত হয়। এ ভাবে আল্লাহর ঘরকে কেন্দ্র করে মানব জাতি তার ভবিষ্যতের যাত্রা শুরু করে। আর আল্লাহর নবী ও সর্বপ্রথম খলিফা হিসাবে হযরত আদম (আঃ) এ মাসজিদকে কেন্দ্র করে দুনিয়ার বুকে কল্যাণময় আল্লাহর খিলাফত কায়েম করেন।

www.pathagar.com

হযরত আদম (আঃ) এর উত্তরসূরীদের মাঝে যখন শিরক দেখা দেয় তখন আল্লাহ তা'য়ালা হযরত নুহ (আঃ) কে তাদের মাঝে প্রেরণ করেন। তিনি মানুষদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার গোলামীর দিকে ৯৫০ বছর দাওয়াত দেন। মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠী তার এ মহান দাওয়াত কবুল করে। অবশেষে আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র অবিশ্বাসীদেরকে মহাপ্লাবনের মাধ্যমে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলেন এবং হযরত নুহের (আঃ) মুষ্টিমেয় অনুসারী, যাদেরকে হযরত নুহ (আঃ) জাহাজে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাদের বংশধরদের মাধ্যমে পুনরায় সমস্ত দুনিয়া আবাদ করেন। নবীর অনুসরণের মধ্যেই যে কল্যাণ নিহিত এবং নবীর বিরোধিতায় ধ্বংস অবধারিত- এ মহাপ্লাবন ছিল ভবিষ্যত মানব জাতির নিকট তার শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। হযরত নুহ (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার রসূল ও খলিফা হিসাবে তার মুষ্টিমেয় অনুসারীদেরকে নিয়ে মাসজিদকে কেন্দ্র করে দুনিয়ার বুকে পুনরায় আল্লাহ তা'য়ালা কল্যাণময় ফিলাফত কায়েম করেন।

মানব জাতির বংশবৃদ্ধি ও মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে মানব সমাজ বিভক্ত হয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে ভুলে যায় তাদের আত্মপরিচয়। শয়তানের ধোকায় পড়ে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নফসের গোলামীতে নিমজ্জিত হয়। মানব জাতির এহেন দুরাবস্থায় দয়াময় আল্লাহ তাদের হেদায়াতের জন্য তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে অসংখ্যা নবী-রসূল (আঃ) প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক উম্মাতের নিকট এই মর্মে রসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে অস্বীকার কর (সুরা নহলঃ ৩৬)। দুনিয়ার সর্বত্র মানব জাতির সকল কওমের মাঝে অসংখ্যা নবী-রসূল (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে পথ-নির্দেশনাসহ আগমন করেছেন, যারা সকলেই নিজ নিজ কওমকে আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদতের দিকে আহবান করেছেন। তাদের ডাকে যারা সাড়া দেয়নি তারা দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেছে। এভাবে হযরত নুহ (আঃ) এর পর আদ, সামুদ ও বানী ইসরাঈলী নবী-রসূলগণ (আঃ) তাদের নিষ্ঠাবান অনুসারীদের নিয়ে মানব সমাজে মাসজিদকে কেন্দ্র করে আল্লাহর খিলাফত কায়েম করেন।

নবী-রসূল (আঃ) আগমনের ধারাবাহিকতার শেষ প্রান্তে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আগমন করেন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- হে রসূল, আমি আপনাকে বিশ্ববাসী সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী করে প্রেরণ করেছি (সুরা সাবাঃ ২৮)। সকল নবীদের নবুয়তী মিশনের কেন্দ্র ছিল মাসজিদ। তিনিও মাসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে গড়া মদীনাতুর রসূল নামে একটি আদর্শ সমাজ সমগ্র মানব জাতিকে উপহার দেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরে খুলাফায়ে রাশিদীন (রাঃ) তাঁর খলিফা হিসাবে তাঁরই পদাংক অনুসরণ করে মাসজিদকে কেন্দ্র করে প্রায় অর্ধ দুনিয়ায় কল্যাণময় খিলাফত প্রশাসন গড়ে তোলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন- তোমাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে আমার ছুন্নাত ও হেদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের ছুন্নাত। অতএব তাদেরকে শক্ত ভাবে আকড়ে ধর (আহমাদ)। তাই বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সঃ) নির্দেশিত একমাত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা হল নবুয়তের নমুনায় খিলাফত।

www.pathagar.com

নবুয়তী ছিলছিলা বন্ধ করে আল্লাহ তা'য়ালা এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য উম্মাতে মুহাম্মাদীকে মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান, তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাসী থাকবে (সুরা আলে ইমরানঃ ১১০)। তিনি আরও বলেন- এরূপে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যম-পন্থী উম্মাত হিসাবে সৃষ্টি করেছি, এজন্য যে তোমরা হবে সমগ্র মানব জাতির শাহীদ আর তোমাদের শাহীদ হবেন স্বয়ং রসূল (সঃ) (সুরা বাকারাহঃ ১৪২)। তাই বিশ্ব-মানবতার ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ ও আল্লাহ তা'য়ালার সন্তোষ অর্জনের লক্ষ্যে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও খুলাফায়ে রাশিদীনের (রাঃ) আদর্শে মদীনাতুর রসূলের নমুনায় মাসজিদ কেন্দ্রিক কল্যাণময় খিলাফত প্রশাসন কায়েম করে তার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করা সমগ্র উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য অপরিহার্য ফরজ।

নবুয়তী দায়িত্বের মধ্যে শামীল রয়েছে দাওয়াত ও তাবলীগ, তা-লীম ও তারবিয়াত, তাজকিয়ায়ে নাফস বা আত্মার পরিশুদ্ধি, পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ এবং বিশ্ব মানবতার কণ্যাণে জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ওয়ারীশ হিসাবে সঠিকভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে হলে অবশ্যই উল্লেখিত সকল কর্মসূচী নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর ন্যায় সার্বিকভাবে প্রয়াস চালাতে হবে এবং আল্লাহর খিলাফত কায়েমের লক্ষ্যে মাসজিদ কেন্দ্রিক কল্যাণময় খিলাফত সমাজ গঠনে ভুমিকা রাখতে হবে। শুধু কিয়াম, শুধু রুকু বা শুধু ছিজদা যেমন সালাত হিসাবে গন্য হয় না বরং সবগুলো মিলে হয় সালাত, তেমনি উল্লেখিত সকল কর্মসূচীর সম্মীলিত রূপ হচ্ছে উম্মাহর উপর অর্পিত সত্যিকার নবুয়তী দায়িত্ব, যার জন্য আল্লাহ পাক নবুয়তী ছিলছিলা সমাপ্ত করে উম্মাতে মুহাম্মাদী (সঃ) কে এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- তাদের প্রত্যেক বড় দল থেকে একটি অংশ কেন বের হয় না, যারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করবে এবং নিজ নিজ কওমের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের ভয় প্রদর্শন করবে, যাতে তারা বাঁচতে পারে (সূরা তওবাঃ ১২২)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন- নিশ্চয়ই উলামাগন হচ্ছেন নবীদের ওয়ারীশ (তিরমিজী)। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) যে দায়িত্ব নিয়ে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন, সে দায়িত্ব জ্ঞানী মুসলিমগণকে নিজ কওমের মাঝে পালন করতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাসজিদ কেন্দ্রিক মহল্লাকে যদি একটি কওম হিসাবে ধরা হয়, তাহলে ঐ মাসজিদকে কেন্দ্র করে মহল্লাবাসীদের মাঝে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ওয়ারীশ হিসাবে দাওয়াত ও তাবলীগ, তা-লীম ও তারবিয়াত, তাজকিয়ায়ে নাফস, পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ এবং বিশ্ব মানবতার কল্যাণে জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ কার্যক্রম সমুহ সম্মীলিতভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে উম্মাহর উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালিত হতে পারে।

www.pathagar.com

উম্মতে মুহাম্মাদী (সঃ) যখন মাসজিদকে কেন্দ্র করে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) গণের নমুনায় নবুয়তী দায়িত্বের কর্মসূচীসমূহ নিয়ে মহল্লাবাসীদের কাছে এগিয়ে যাবেন, মহল্লার জনগণ তখন মাসজিদকেই আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক তৎপরতার কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করবে। মুসলমানগণ নামাজের জামাতে শামীল হবে, তা-লীম ও তারবিয়তে অংশ গ্রহণ করবে, পারিবারিক তা-লীমের ব্যবস্থা করবে, দুঃখ-শোকে ও বিপদ-আপদে পরস্পরের মাঝে সহযোগিতা ও সহমর্মীতার মানসিকতা সৃষ্টি হবে, সমাজে তাকওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসবে। পরস্পারিক বিরোধের ক্ষেত্রে তারা আপোষ-নিষ্পত্তির চেষ্টা করবে এবং আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে জান-মাল উৎসর্গ করার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত হবে। হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হবে ইমানের আলো, ঘরে ঘরে বিকশিত হবে সততার প্লাবন, সমাজে গড়ে উঠবে সামাজিক আন্দোলন, ফলে সূচিত হবে কাংখিত সামাজিক পরিবর্তন। এভাবেই তৈরী হবে মদীনাতুর রসূল (সঃ) এর অনুকরণে খুলাফায়ে রাশিদীনের (রাঃ) আদর্শে আদর্শবান একটি কল্যাণময় মডেল খিলাফত সমাজ।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে দুনিয়ার বুকে অবশ্যই খিলাফত দান করবেন, যেমন তিনি পূর্ববর্তীদের খিলাফত দান করেছেন (সূরা নুরঃ ৫৫)। যারা আল্লাহর কুরআন ও রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ছুন্নাহ মোতাবেক দুনিয়ার বুকে খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম করতে চান তাদেরকে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর প্রতিনিধিত্ব করার মত খাঁটি ঈমানদার ও তাকওয়াবান মুয়াল্লিম হতে হবে, উম্মাহর মাঝে সাহাবায়ে কিরাম, বিশেষতঃ খুলাফায়ে রাশিদীনের (রাঃ) ন্যায় নিজেদেরকে কুরআন ও ছুন্নাহর মডেল হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে এবং মাসজিদ কেন্দ্রিক খিলাফত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসতে হবে। এমনিভাবে গড়ে ওঠা মাসজিদ কেন্দ্রিক আদর্শ খিলাফত সমাজের সমন্বয়ে দেশজুড়ে এবং দেশে দেশে পুনরায় নবুয়াতের অনুকরণে খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে।

খিলাফত হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত মাসজিদ কেন্দ্রিক কল্যাণময় প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে নবী-রসূলগণকে (আঃ) মনোনীত করেছেন। নবুয়তী ছিলছিলা সমাপ্তির পর খুলাফায়ে রাশিদীন (রাঃ) ভবিষ্যৎ মুসলিম উম্মাহর জন্য এর বাস্তব মডেল রেখে গেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) ও খুলাফায়ে রাশিদীন (রাঃ) এর কল্যাণময় আদর্শ ভুলে গিয়ে মুসলিম উম্মাহ আজ তাগুত, বিদআত ও জাহিলিয়াতের শিকার। উম্মাহর জন্য অপরিহার্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা হল খিলাফত ব্যবস্থা, যার মাঝে নিহিত রয়েছে উম্মাহর জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ। আর এ ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, শ্রেনী সংগ্রাম, সন্ত্রাসী-বোমাবাজী পন্থা, সামরিক কৌশল বা অন্য কোন মনগড়া পন্থায় সম্ভব নয়, বরং খিলাফতের নিজস্ব পন্থায় অর্থাৎ নবী-রসূল (আঃ) ও খুলাফায়ে রাশিদীন (রাঃ) এর অনুসৃত পন্থায় মদীনাতুর রসূল (সঃ) এর অনুকরণে কায়েম করতে হবে।

www.pathagar.com

খিলাফত ব্যবস্থার অবর্তমানে বিশ্ব জুড়ে মুসলিম উম্মাহ আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। রসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম বিশেষতঃ খুলাফায়ে রাশিদীনের (রাঃ) পদাংক অনুসরণ করে পরিপূর্ণভাবে কুরআন ও ছুন্নাহকে আকড়ে ধরতে ব্যর্থ হওয়ায় আল্লাহর রহমত ও সাহায্য বঞ্চিত মুসলিম জাতির উপর নেমে এসেছে চরম লাঞ্ছনা আর তাগুতী ও কুফুরী শক্তির আধিপত্য। মুসলিম উম্মাহ আজ দিশেহারা, বিভ্রান্ত, হতাশাগ্রস্থ, আদর্শহীন ও কান্ডারীবিহীন। মুসলিম দেশ সমূহের প্রায় সর্বত্র চলছে রসূলের (সঃ) আদর্শের পরিবর্তে মানব রচিত জাহেলী আদর্শ ও তাগুতী শক্তির সাথে আপোষমূলক ব্যবস্থা। এহেন বিপর্যয় থেকে মুক্তি পেতে হলে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় কোন একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের বা কোন বিশেষ ভাষার মুসলিম জনপদকে নিয়ে ভাবলে চলবে না বরং সমগ্র উম্মাহকে নিয়ে ভাবতে হবে এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর ন্যায় সম্মীলিত ভাবে পুনরায় খিলাফত ব্যবস্থার দিকে ফিরে আসতে হবে।

খিলাফতের পরিবর্তে মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রচলিত পুজিঁবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গনতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য মানব রচিত মতবাদ সমূহ সুস্পষ্ট গোমরাহী, যার পরিণতি হল জাহান্নাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন- তোমরা দ্বীনের মাঝে নতুন পন্থা সংযোজনের ব্যাপারে সাবধান থেকো, কারণ প্রতিটি নতুন সংযোজনই হচ্ছে বিদআত, আর প্রতিটি বিদআতই হচ্ছে গোমরাহী, আর প্রতিটি গোমরাহীর ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম (তিরমিজি, আব-দাউদ)। তিনি আরও বলেন- বনী-ইসরাইল-৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে, সকলেই জাহান্নামে যাবে কিন্তু একটি মাত্র দল জান্নাতে যাবে। সাহাবাগণ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন- এই দল কারা? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন- আমি ও আমার সাহাবাদের দল অর্থাৎ যার উপর আমি ও আমার সাহাবাগণ প্রতিষ্ঠিত (তিরমিজি)। সুতরাং কল্যাণ পেতে হলে বিশ্ব জুড়ে বির্পযস্ত মুসলিম উম্মাহকে আবার খিলাফত কায়েমের জন্য উদ্যোগী হতে হবে।

খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ছুন্নাত, হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের (রাঃ) ছুন্নাত আর সাহাবাগনের বিশেষতঃ মুহাজীর ও আনসারদের (রাঃ) পথ অনুসরণ করতে হবে; কোন মনগড়া পথে নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- মুহাজীর ও আনসারদের অগ্রগামী দল আর যারা সৎভাবে তাদের অনুসরণ করছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (তওবা-১০০)। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- হে নবী বলুন, তোমরা যদি আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ খুবই ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালূ (আলে ইমরান-৩১)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন- তোমাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে আমার ছুন্নাত ও হিদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের ছুন্নাত । অতএব তাদেরকে শক্ত ভাবে আকড়ে ধর (আহমাদ- সহীহ)।

খিলাফত ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে হেকমতের নামে নতুন কোন পন্থা অবলম্বনের সুযোগ নেই। দুনিয়ার বুকে আল্লাহর খিলাফত কায়েমের জন্য যুগে যুগে নবী রসূলগণ (আঃ), রসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবাগণ (রাঃ), আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীন ও সলফে সালেহীনগণ (রঃ) যে কল্যাণময় পথ অনুসরণ করেছেন সে পথেই এগিয়ে যেতে হবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমাদের মাঝে দুটি জিনিষ রেখে যাচ্ছি, যদি তাদেরকে আকড়ে ধর তবে কখনোই

www.pathagar.com

গোমরাহ হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের ছুন্নাত (মুয়াত্তা- মালেক)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাব, আর সবচেয়ে উত্তম পথ হল মুহাম্মদের (সঃ) নির্দেশিত পথ। সবচেয়ে খারাপ কাজ হল নব সংযোজিত কাজ বা বিদআত, আর সকল প্রকার বিদআতই পথ ভ্রষ্টতা (মুসলিম)।

খিলাফত কায়েমের লক্ষ্যে রসূলুল্লাহর (সঃ) ওয়ারীশ হিসাবে যারা সাধনা করছেন, তারা উম্মাহর সামনে কুরআন ও ছুন্নাহর পরিপূর্ণ মডেল হিসেবে নিজেদের পেশ করতে পারছেন না। ফলে মানুষ তাদের দেখে ইসলামকে সে ভাবে জানার সুযোগ পায় না, যে ভাবে রসূলুল্লাহ (সঃ) কে দেখে সাহবাগণ (রাঃ) ইসলামের সুমহান আদর্শ শিখতে পেরেছিলেন। এছাড়া দ্বীনের পথে নিবেদিত ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মাঝে নবুয়তী দায়িত্বের সবগুলো কর্মসূচীর সম্মীলিত অনুশীলনেরও অভাব দেখা যায়। ফলে শুধু দাওয়াত ও তাবলীগকে প্রাধান্য দিয়ে তাবলীগ জামাত, তা-লীম ও তারবিয়াতকে প্রাধান্য দিয়ে মাদ্রাসা, তাজকিয়ায়ে নাফসকে প্রাধান্য দিয়ে খানকা, সামাজিক কল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে এনজিও এবং জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহকে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন দল সৃষ্টি হয়েছে। এ সব কর্মকান্ডের মাঝে আবার নানা ধরণের মতবিরোধ। ফলে সমগ্র উম্মাহ আজ বিভ্রান্তির শিকার। এমতাবস্থায় প্রায়োজন হল- উম্মাহর উপর অর্পিত নবুয়তী দায়িত্বের কর্মসূচী সমূহের সম্মীলিত অনুশীলন, নিজেদের দ্বীনের জীবন্ত মডেল হিসাবে উপস্থাপন, ইসলাহ ও ইত্তিহাদ।

খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে দ্বীনের ধারক ও বাহকদেরকে ছুন্নাহের সেই সীমারেখার মাঝে ফিরে আসা বাঞ্ছনীয় যার মাঝে কোন বিরোধ নেই। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন- কেয়ামত পর্যন্ত একটি সত্যপন্থী জামাত ঐ নীতি ও আদর্শের উপর কায়েম থাকবে যার উপর আমি ও আমার সাহাবাগন প্রতিষ্ঠিত । রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন- দ্বীন ইসলাম তো অপরিচিত অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছিল এবং অচিরেই অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে। সুতরাং সুসংবাদ সেই অপরিচিতদের জন্য যারা আমার ছুন্নাহকে মানুষের দ্বারা বিপর্যস্থ হয়ে যাওয়ার পর পুরনায় তা ইসলাহ বা পুনর্জীবিত করবে (তিরমিজি)। তিনি আরও বলেন- উম্মাহর বিপর্যস্ত অবস্থায় যারা আমার ছুন্নাহকে আকড়ে ধরবে তাদের জন্য একশত শহীদের সওয়াব। সুতরাং খিলাফত কায়েমের লক্ষ্যে প্রচলিত ঐসব পন্থা ও কৌশল যার অস্তিত্ব রসূলুল্লাহ (সঃ), খুলাফায়ে রাশিদীন ও সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ), তাবিয়ীন, তাবে-তাবিয়ীন, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন, মুজাদ্দিদীন ও সলফে সালিহীনদের (রঃ) মাঝে পাওয়া যায় না; সে সব কৌশলের ইসলাহ হওয়া অতীব জরুরী। তাই উম্মাহর বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমস্ত উম্মাহর মাঝে ইসলাহ ও ইত্তিহাদের বিশেষ আহবান পৌছে দেয়ার মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলাহুল উম্মাহর এ অগ্রযাত্রা।

উম্মাহর বর্তমান বিপর্যস্ত অবস্থায় আসুন! আমরা পারস্পরিক মতভেদ ভুলে গিয়ে সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরি। আল্লাহর রহমত ও সাহায্য লাভের আশায় আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহর (সঃ) ছুন্নাহর আলোকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়

www.pathagar.com

তথা গোটা উম্মাহর জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলাহের জন্য সাধনা করি, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর ন্যায় আমাদের হৃদয় থেকে সকল প্রকার জাহেলী আকিদা-বিশ্বাস, মনগড়া তন্ত্র-মন্ত্র, চিন্তা-চেতনা ও কামনা-বাসনার মুলোৎপাটন করে ঈমানের আলো প্রজ্বলিত করি, দুনিয়া ও গায়রুল্লাহর মহব্বত বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার ও তাঁর রসূলের (সঃ) মহব্বত দিয়ে অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ করি, আল্লাহর দ্বীনের পথে সর্বাত্মক সাধনাকে জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করি এবং বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য নবুয়তের অনুকরণে খিলাফত ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও খুলাফায়ে রাশিদীনের (রাঃ) নমুনায় মাসজিদ কেন্দ্রিক আদর্শ খিলাফত সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করি। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন, ঐ সত্যপন্থী জামাতের অন্তর্ভুক্ত করুন, যার উপর রসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবাগণ (রাঃ) প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) গণের সংগে আমাদের হাশর করুন -**আমিন।**

ইসলাহুল উম্মাহ এর গঠনতন্ত্র

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য- যিনি রব্বুল আলামীন। দুরুদ ও সালাম রসূলুল্লাহ (সঃ) এর প্রতি যিনি রহমাতুল্লিল আ'লামীন, রসূলুল্লাহর (সঃ) পরিবারবর্গ, বংশধর, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ও সালেহীন বান্দাগণের (রাঃ) প্রতি। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রসূল (সঃ)। উম্মাহর বর্তমান প্রেক্ষাপটে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ওয়ারীশ হিসাবে উম্মাহর উপর অর্পিত নবুয়তী দায়িত্বসমূহঃ দাওয়াত ও তাবলীগ, তা-লীম ও তারবিয়াত, তাজকিয়ায়ে নাফস, পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ এবং বিশ্ব মানবতার কল্যাণে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সাধনার দায়িত্ব সম্মীলিতভাবে গ্রহণ করে তা-লীমুল কুরআন মক্তবের উপর ভিত্তি করে মাসজিদ কেন্দ্রিক মডেল খিলাফত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছে ইসলাহুল উম্মাহ। আল্লাহ আমাদেরকে ঐ সত্যপন্থী জামাতের অন্তর্ভূক্ত করুন যার উপর রুসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবাগণ (রাঃ) প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং রসূলুল্লাহর (সঃ) ও সাহাবগণের (রাঃ) সংগে আমাদের হাশর করুন আ-মী-ন।

ধারা-১ঃ নাম ও কর্মক্ষেত্র

এই প্রতিষ্ঠানের নাম ইসলাহুল উম্মাহ। যেহেতু রসূলুল্লাহর (সঃ) আগমন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য, সেহেতু সুযোগ-সুবিধা ও সামর্থ অনুযায়ী গোটা মুসলিম উম্মাহই- এর কর্মক্ষেত্র। এক্ষেত্রে স্বীয় মাতৃভুমিকে প্রধান্য দেওয়া হবে।

ধারা-২ঃ বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি

- ইসলাহুল উম্মাহ প্রচলিত কোন দল নয়, বরং রসূলুল্লাহ (সঃ) ও খুলাফায়ে রাশিদীনের (রাঃ) আদর্শে পরিচালিত একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। দাওয়াত ও তাবলীগ, তা-লীম ও তারবিয়াত, আকিদা-আমল ও আত্মার পরিশুদ্ধি, পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ এবং বিশ্ব মানবতার কল্যাণ- এর মূল কাজ।

www.pathagar.com

- প্রতিষ্ঠানের সর্বক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সঃ), খুলাফায়ে রাশিদীন (রাঃ) ও সাহাবাগনের (রাঃ) অনুসৃত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। রসূলুল্লাহ (সঃ), খুলাফায়ে রাশিদীন ও সাহাবাগণের (রাঃ) আদর্শে পরিচালিত হলেও এই প্রতিষ্ঠান কখনো আল-জামাআত হিসাবে বিবেচিত হবে না।

- খুলাফায়ে রাশিদীনের (রাঃ) নমুনায় মাসজিদ কেন্দ্রিক কল্যাণময় সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা অব্যহত থাকবে। যে কোন হকপন্থী দলের সাথে সম্পর্ক রেখেও অত্র প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে একমত হলে এর সদস্য হওয়া যাবে এবং যাবতীয় দ্বীনি কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করা যাবে।

- প্রতিষ্ঠানের কাঠামো হবে খুলাফায়ে রাশিদীনের (রাঃ) আদর্শে খিলাফত ব্যবস্থার মডেলে। কাঠামোর মৌলিকত্ব বজায় রেখে অভ্যন্তরীন যে কোন সুবিধাজনক বিন্যাস ও কল্যাণকর সীমা নির্ধারণ করা যাবে। অত্র প্রতিষ্ঠানে তিন স্তরের সদস্য থাকবে- প্রাথমিক সদস্য (মুত্তাফিক), মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিম ।

- দায়িত্বের ভিত্তি হবে ইলম, আমল ও তাকওয়া। দায়িত্ব দুনিয়াবী কোন পদমর্যাদা বলে গন্য হবে না। এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব লাভের আগ্রহ বা অনীহা, পছন্দ বা অপছন্দ, ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বৈরীতা বা স্বজনপ্রীতি এবং শৃংখলার পরিপন্থী বা অভদ্র-জনোচিত আচরণ- যোগ্যতার পরিপন্থী বলে গন্য হবে।

- প্রয়োজনীয় খরচ কর্মক্ষেত্র থেকেই সংগ্রহ করা হবে। যার আয়ের উৎস প্রকাশ্য ভাবে হারাম বা যিনি দানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করতে চান- এমন কারো দান গ্রহণ করা যাবে না। প্রতিষ্ঠানের ৩টি পৃথক তহবিল থাকবে- (১) বায়তুল মাল তহ-বিল, (২) কল্যাণ তহবিল ও (৩) বিবিধ তহবিল।

- দায়িত্ব বা কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কাউকে কোন প্রকার বেতন বা ভাতা দেয়া হবে না। তবে সমাজ কল্যাণ কার্যক্রম, যেমন- ছাত্র বৃত্তি, কর্জে হাসানা, দারিদ্র বিমোচন সাহায্য ও অভাবীদের জন্য অন্যান্য সাহায্য এবং মেহমানদের যাতায়াত ও মেহমানদারী খরচ ইত্যাদি বেতন-ভাতা হিসাবে গন্য হবে না।

- প্রচলিত সকল দ্বীনি সংগঠন ও কাজ সমূহের সংগে পরস্পরিক সহায়তা বজায় থাকবে। সমাজে যে সব ক্ষেত্রে মৌলিক দ্বীনি প্রচেষ্টার ঘাটতি রয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে এর কার্যক্রম অগ্রাধিকার পাবে। বিদআত ও জাহিলিয়াতের মূলোৎপাটন করে রসূলুল্লা-হর (সঃ) ছুন্নাহ সমুহ জারীর প্রচেষ্টা চালান হবে।

- জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন ও ছুন্নাহর পরিপূর্ণ অনুশীলনের প্রতি অংগীকারাবদ্ধ না হলে বা অত্র প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে একমত না হলে বা নিয়ম-নীতি ও শান্তি-শৃংখলার পরিপন্থী কোন সংগঠন বা কাজের সাথে সম্পর্ক থাকলে অত্র প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন না।

www.pathagar.com

ধারা-৩ঃ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

রসূলুল্লাহ (সঃ), সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর পদাংক অনুসরণ করে মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে খুলাফায়ে রাশিদীনের (রাঃ) আদর্শে মাসজিদ কেন্দ্রিক কল্যাণময় সমাজ গঠনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন।

ধারা-৪ঃ কর্মসূচী

দাওয়াত ও তাবলীগঃ সকল মানুষের নিকট ইসলামের সঠিক মর্মবানী পৌঁছে দিয়ে তাদের ঈমান-আকায়েদ, আমল-আখলাক, চিন্তা-চেতনা ও আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য সার্বিক ভাবে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানো।

তা-লীম ও তারবিয়াতঃ দাওয়াতে সাড়া প্রদানকারীগণকে সংঘবদ্ধ করে দ্বীনি দায়িত্ব পালনের উপযোগী খাঁটি মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দ্বীনি, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান।

তাজকিয়ায়ে নফস ঃ আল্লাহ তায়ালার চূড়ান্ত সন্তোষ ও নৈকট্য লাভের আশায় কলবুন সালীম অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহ-ওয়ালাগনের সোহবাত ও দায়িত্বশীলদের তত্ত্বাবধানে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক অবিরাম সাধনা করা।

পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণঃ পরিবার সমূহকে সাহাবাগণের (রাঃ) পরিবারে ন্যায় জাহিলিয়াতমুক্ত আদর্শ পরিবার হিসাবে গঠন এবং সমাজে দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টি ও সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

বিশ্বশান্তি ও কল্যাণঃ বিশ্বনবী (সঃ) ও খুলাফায়ে রাশিদীনের (রাঃ) মহান আদর্শে সংঘাতময় বিশ্বে শান্তি আনায়ন ও বিশ্ব মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো।

ধারা-৫ঃ জনশক্তি

অত্র প্রতিষ্ঠানে তিন স্তরের জনশক্তি থাকবে, যথা- প্রাথমিক সদস্য (মুত্তাফিক), সহযোগী সদস্য (মুবাল্লিগ) ও মূল সদস্য (মুয়াল্লিম)।

প্রাথমিক সদস্য (মুত্তাফিক)ঃ হল সহায়তাকারী স্তর। যারা (১) অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষাপট, গঠনতন্ত্র, কর্ম-পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে একমত হয়ে নির্ধারিত ফরম-পুরণের মাধ্যমে সমর্থন ব্যক্ত করবেন, (২) তা-লীমুল কোরআন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন এবং (৩) যাবতীয় কার্যক্রমে সাধ্যানুযায়ী সহায়তা করবেন তারা এই স্তরের সদস্য হবেন। বুনিয়াদী মারকাজের দাওয়াত ও তা-লীমী কাজের মাধ্যমে মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগগণ প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ করবেন।

সহযোগী সদস্য (মুবাল্লিগ) হল সহযোগী স্তর। যারা (১) কুরআন ও ছুন্নাহ মোতাবেক জীবনের সার্বিক ক্ষেত্র গঠনের জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন, (২) অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষাপট,

www.pathagar.com

গঠনতন্ত্র কর্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে একমত হবেন, (৩) প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রমে সাধ্যানুযায়ী সময় ও সম্পদ ব্যয় করবেন ও (৪) মুয়াল্লিমগণের কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা করবেন তারা মডেল কেন্দ্রের সুপারিশ ও আঞ্চলিক কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে মুবাল্লিগ হিসাবে গন্য হবেন।

মূল সদস্য (মুয়াল্লিম) হল মূলস্তর। যারা (১) কুরআন ও ছুন্নাহ মোতাবেক জীবনের সার্বিক ক্ষেত্র গঠনের জন্য কঠোর সাধনার ব্যাপারে অংগীকারাবদ্ধ হবেন, (২) অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষাপট, গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে পরিপূর্ণ একমত হবেন, (৩) রসূলুল্লাহর (সঃ) ওয়ারীশ হিসাবে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রমকে দ্বীনি দায়িত্ব মনে করে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে গ্রহণ করবেন, (৪) আল্লাহর দ্বীনের জন্য জান ও মাল কোরবানী করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবেন এবং নিজেকে মডেল হিসাবে উপস্থাপন করবেন, (৫) অন্ততঃ একটি মাসজিদ কেন্দ্রিক মহল্লায় তা-লীমুল কোরআন মক্তবের উপর ভিত্তিকরে আদর্শ কল্যাণময় সমাজ গঠনের চেষ্টা করবেন তারা আঞ্চলিক কেন্দ্রের সুপারিশ, শায়েখের (চেয়ারম্যানের) সিদ্ধান্ত ও বাইয়াত গ্রহণের মাধ্যমে মুয়াল্লিম হিসেবে গন্য হবে।

এ ছাড়া যারা (১) প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষাপট, গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে একমত হবেন, এবং (২) যাবতীয় কার্যক্রমে সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান করবেন, অথচ কোন স্তরের জনশক্তি হিসাবে কাজ করতে অপারগ, তারা স্থানীয় সুরার অনুমোদন সাপেক্ষে সুভাকাঙ্ক্ষী বা সুধি সদস্য হিসাবে গন্য হবেন।

ধারা-৬ঃ প্রতিষ্ঠানের কাঠামো

অত্র প্রতিষ্ঠানের কাঠামো হল- ১) বুনিয়াদী মারকাজ ২) মডেল মারকাজ, ৩) আঞ্চলিক মারকাজ এবং ৪) কেন্দ্রীয় মারকাজ।

বুনিয়াদী মারকাজঃ যে মাসজিদকে কেন্দ্র করে মহল্লাহকে আদর্শ খিলাফত সমাজ ব্যবস্থার মডেল হিসাবে গড়ে তোলার কার্যক্রম পরিচালিত হবে তাকে বলা হবে বুনিয়াদী মারকাজ। বুনিয়াদী মারকাজের দায়িত্বশীল হবেন বুনিয়াদী পরিচালক বা মুয়াল্লিম। বুনিয়াদী মারকাজে একটি তা-লীমুল কুরআন মক্তব কায়েম করা হবে। এই মক্তবকে কেন্দ্র করে দাওয়াত ও তাবলীগ, তা-লীম ও তারবিয়াত, তাজকিয়ায়ে নাফস, পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ এবং মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য বুনিয়াদী কার্যক্রম পরিচালিত হবে। বুনিয়াদী মারকাজের অর্ন্তগত মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগগণের সমন্বয়ে শুরা গঠিত হবে। কাজের সুবিধার্থে মুয়াল্লিম শুরার পরামর্শ ও উর্দ্ধতন শাখার অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব সমূহ বন্টন করবেন।

মডেল মারকাজঃ যদি কোন মাসজিদ বুনিয়াদী কার্যক্রমের একটি শিক্ষণীয় মডেল হয়, পার্শ্ববর্তী বুনিয়াদী মারকাজ সমূহের কেন্দ্র হিসাবে গন্য হয়, প্রভাব সৃষ্টিকারী কারো দানের উপর নির্ভরশীল না হয় এবং সেখানে প্রতিষ্ঠানের অফিস, মেহমানখানা ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

করা যায়- এ রকম মাসজিদ মডেল মারকাজ হিসাবে গন্য হবে। মডেল মারকাজের দায়িত্বশীল হবেন মডেল পরিচালক বা নাযিম। তিনি যে কয়টি বুনিয়াদী মারকাজের কাজ তত্তাবধান করতে পারবেন, তা নিয়েই মডেল মারকাজ কায়েম হবে। মডেল মারকাজের অন্তর্গত সকল মুয়াল্লিম গণের সমন্বয়ে উক্ত মারকাজের শুরা গঠিত হবে। কাজের সুবিধার্থে নাযিম শুরার পরামর্শ ও উর্দ্ধতন অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্যদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী নাযিম নিয়োগ ও অন্যান্য দায়িত্ব বন্টন করবেন।

আঞ্চলিক মারকাজঃ প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম আঞ্চলিক মারকাজ থেকে পরিচালিত হবে। আঞ্চলিক মারকাজের দায়িত্বশীল হবেন আঞ্চলিক পরিচালক বা ইমাম। তিনি যে কয়টি মডেল মারকাজের কাজ তত্ত্বাবধান করতে পারবেন, তা নিয়েই আঞ্চলিক মারকাজ কায়েম হবে। কাজের সুবিধার্থে ইমাম আঞ্চলিক শুরার পরামর্শ ও উর্দ্ধতন অনুমোদন সাপেক্ষে সূরার সদস্যদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যাক নায়েবে ইমাম নিয়োগ ও অন্যান্য দায়িত্ব বন্টন করবেন। নায়েবে ইমাম ও নাযিমগনের সমন্বয়ে আঞ্চলিক শুরা গঠিত হবে। ইমাম আঞ্চলিক শুরার সাথে পরামর্শ করে অঞ্চলের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

কেন্দ্রীয় মারকাজঃ প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম কেন্দ্রীয় মারকাজ থেকে নিয়ন্ত্রিত হবে। কেন্দ্রীয় মারকাজের দায়িত্বশীল হবেন চেয়ারম্যান বা শায়েখ। শায়েখকে খুলাফায়ে রাশিদীনের (রাঃ) আদর্শে রসূলুল্লাহর (সঃ) ওয়ারিশ হওয়ার যোগ্য তাকওয়াবান আলিম হতে হবে। তিনি সহকারী হিসাবে কেন্দ্রে একজন আমিনুল আম বা মহাসচিব নিয়োগ করবেন। কাজের সুবিধার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভাগীয় সচিব নিয়োগ করবেন, যারা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সচিব ও সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করবেন এবং ইমামের অবর্তমানে ইমামের দায়িত্বও পালন করবেন। যাবতীয় বিরোধ নিষ্পত্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য শায়েখ কেন্দ্রে একটি সালিশী বোর্ড গঠন করবেন। কেন্দ্রীয় মারকাজের অর্ন্তগত ইমাম, সালিশী বোর্ড ও সচিবগনের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় শুরা গঠিত হবে। শায়েখ কেন্দ্রীয় শুরার সাথে পরামর্শ করে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা, তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রন ও দায়িত্ব বন্টন করবেন।

ধারা-৭ঃ অর্থ তহবিল

অত্র প্রতিষ্ঠানে তিনটি পৃথক অর্থ তহবিল থাকবে- (১) বায়তুলমাল তহবিল, (২) কল্যাণ তহবিল ও (৩) বিবিধ তহবিল- যা কর্মক্ষেত্র থেকেই গড়ে তোলা হবে।

বায়তুলমাল তহবিলঃ প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্যগণের নিয়মিত দানের মাধ্যমে বায়তুলমাল তহবিল গড়ে তোলা হবে। সহকারী দায়িত্বশীল / বায়তুলমাল সম্পাদক সংশ্লিষ্ট শাখার হিসাব পরিচালনা করবেন এবং সংশ্লিষ্ট শুরায় অনুমোদনের পর উর্দ্ধতন শাখায় পেশ করবেন।

কল্যাণ তহবিলঃ প্রতিষ্ঠানের সমাজ কল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্যগনের থেকে অনুদান ও যাকাত সংগ্রহের মাধ্যমে কল্যাণ তহবিল গড়ে তোলা হবে। দায়িত্বশীল /

www.pathagar.com

সমাজকল্যাণ সম্পাদক সংশ্লিষ্ট শাখার হিসাব পরিচালনা করবেন। এবং সংশ্লিষ্ট শুরায় অনুমোদনের পর উর্দ্ধতন শাখায় পেশ করবেন।

বিবিধ তহবিলঃ যখন কোন বড় ধরনের প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হবে, তার প্রয়োজনীয় ব্যায় সাধ্যানুসারে অনুদান সংগ্রহের মাধ্যমে মিটানো হবে। প্রোগ্রামের সার্বিক ব্যবস্থাপক এই হিসাব পরিচালনা করবেন এবং ব্যবস্থাপনা কমিটিতে হিসাব অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের কাছে পেশ করবেন।

ধারা-৮ঃ নির্বাচন

শায়েখ (চেয়ারম্যান) নির্বাচনঃ সালিশী বোর্ড শায়েখ (চেয়ারম্যান) নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী বোর্ড হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। পদত্যাগ, মৃত্যু, অক্ষমতা, অব্যহতি বা অন্যবিধ কারণে শায়েখের (চেয়ারম্যানের) পদ শুন্য হলে সালিশী বোর্ডের প্রধান ভারপ্রাপ্ত শায়েখ (চেয়ারম্যান) হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং দশ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় শুরার বৈঠক ডেকে উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী শায়েখ (চেয়ারম্যান) নির্বাচন ও বাইয়াতের ব্যবস্থা করবেন। দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য একমত না হলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে সর্বাধিক সমর্থন প্রাপ্ত ১ম ও ২য় জনের ব্যাপারে গোপন ব্যালটে মুয়াল্লিমগনের মতামত নিয়ে অধিকাংশের মতে ফলাফল চূড়ান্ত করবেন।

দায়িত্বশীল নিয়োগঃ আঞ্চলিক মারকাজের সুপারিশক্রমে শায়েখ (চেয়ারম্যান) মুয়াল্লিমগনের মনোনয়ন ও বাইয়াত গ্রহণ করবেন। মডেল পরিচালক (নাযিম), আঞ্চলিক পরিচালক (ইমাম) নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট শুরার সাথে পরামর্শ করে নিয়োগ দান করবেন। কেন্দ্রীয় শুরার সাথে পরামর্শ করে তিনি মহাসচিব, সালিশী বোর্ড ও বিভাগীয় সচিব নিয়োগ করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে দায়িত্ব পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তিনি সংশ্লিষ্ট শুরায় পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিবেন।

ধারা-৯ঃ অব্যাহতি

ক) শায়েখের অব্যহতিঃ শায়েখকে (চেয়ারম্যান) খুলাফায়ে রাশিদীনের (রাঃ) আদর্শে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ওয়ারিশ হওয়ার যোগ্য তাকওয়াবান আলেম হতে হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে পরবর্তী শায়েখ (চেয়ারম্যান) নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করবেন। যে সকল কারণে একজন ইমাম নামাজের ইমামতি করার অযোগ্য বিবেচিত হন, সে সকল কারণে শায়েখ (চেয়ারম্যান) তার পদমর্যাদা হারাবেন। এবং এ ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক নতুন শায়েখ (চেয়ারম্যান) নির্বাচন করা হবে। সালিশী বোর্ড সহ কেন্দ্রীয় শুরায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ শায়েখের (চেয়ারম্যান) অব্যহতি বা নতুন শায়েখ (চেয়ারম্যান) নির্বাচনের প্রয়োজন বোধ করলে কোন শুনানি ছাড়াই শায়েখ (চেয়ারম্যান) অব্যহতি নিবেন। অধিকাংশ কিন্তু দুই-তুতীয়াংশের কম সদস্য অব্যহতি বা নতুন শায়েখ

www.pathagar.com

(চেয়ারম্যান) নির্বাচনের প্রয়োজনবোধ করলে সালিশী বোর্ড গোপন ব্যালটে মুয়াল্লিমগণের মতামত যাচাই করে অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে রায় চুড়ান্ত করে কার্যকরী করবেন এবং বিধি মোতাবেক নতুন শায়েখ (চেয়াম্যান) নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

খ) মুয়াল্লিমের অব্যাহতিঃ কোন মুয়াল্লিমকে প্রতিষ্ঠান থেকে অব্যহতির প্রয়োজন হলে উর্দ্ধতন দায়িত্বশীল বিষয়টি কারণসহ লিখিতভাবে সরাসরি শায়েখের (চেয়ারম্যানের) নিকট পেশ করবেন। শায়েখ (চেয়ারম্যান) নিজে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে অভিযোগ সমূহ তদন্ত করবেন এবং দোষী প্রমাণিত হলে শায়েখ (চেয়ারম্যান) বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য তদন্ত রির্পোটসহ অভিযোগনামা সালিশী বোর্ডে পেশ করবেন। সালিশী বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত রায় ধার্য ও কার্যকর হবে।

ধারা-১০ঃ সংশোধন

প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষাপট, গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর কোন অংশ কুরআন ও ছুন্নাহর পরিপন্থী বলে কারো নিকট প্রতীয়মান হলে সাথে সাথে তিনি সালিশী বোর্ডের প্রধানের নিকট পেশ করবেন। সালিশী বোর্ড এ ক্ষেত্রে শরীয়া বোর্ড হিসাবে কাজ করবেন এবং সর্বসম্মত রায়ের ভিত্তিতে তা সংশোধন করবেন। কেন্দ্রীয় শুরার নিয়মিত বৈঠকে সদস্যগন সংশোধনী এজেন্ডা আনতে পারেন। মুয়াল্লিমগন শুরায় কোন সংশোধনী আনতে চাইলে বিষয়টি যুক্তিসহ লিখিত ভাবে বৈঠকের অন্তত ১৫ দিন আগে শায়েখের (চেয়ারম্যান) নিকট পেশ করবেন। কেন্দ্রীয় শুরায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের মতের ভিত্তিতে সংশোধনী গৃহীত হবে। কেন্দ্রীয় শুরায় উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশ কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশের কম সদস্য সংশোধনীর প্রয়োজন বোধ করলে বিষয়টি শুরার প্রস্তাব আকারে পরবর্তী মুয়াল্লিম সম্মেলনে পেশ করা হবে এবং মুয়াল্লিম সম্মেলনের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সংশোধনী গৃহীত হবে।

ধারা-১১ঃ বাইয়াত

মুয়াল্লিম হিসাবে মনোনয়ন কালে মুয়াল্লিমগণ শায়েখের (চেয়ারম্যানের) হাতে নিম্মোক্ত আনুগত্যের শপথ বা বাইয়াত নিবেন। শায়েখের (চেয়ারম্যানের) পদ শুন্য জনিত কারণে নতুন শায়েখ (চেয়ারম্যান) নির্বাচিত হলে সকল পর্যায়ের মুয়াল্লিমগনকে পুরনায় নতুন শায়েখের (চেয়ারম্যানের) হাতে বাইয়াত নিতে হবেঃ আশহাদুআল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু-লা-শারী-কালাহু- ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু- ওয়া রসূ-লুহু-। আমি ইসলাহুল উম্মাহ প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষাপট, গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে একমত

www.pathagar.com

হয়ে অংগীকার করছি যে- আমি আল্লাহর কুরআন ও রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ছুন্নাহ মোতাবেক জীবন গঠন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে কায়েম করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করব। কুরআন ও ছুন্নাহর পরিপন্থী নয় -এমন সব ক্ষেত্রেই আনুগত্য করব। ইয়া-আল্লাহ আপনি আমাদেরকে এই ওয়াদা পালন করার তৌফিক দিন। ইন্না সলা-তি- ওয়া নুসুকি- ওয়া মাহইয়া-ইয়াওয়া মামা-তি- লিল্লা-হি রব্বিল আ-লামী-ন।

ইসলাহুল উম্মাহর কর্মপদ্ধতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য- যিনি রব্বুল আলামীন। দুরুদ ও সালাম রসূলুল্লাহ (সঃ) এর প্রতি যিনি রহমাতুল্লিল আলামীন, রসূলুল্লাহর (সঃ) পরিবারবর্গ, বংশধর, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ও সালেহীন বান্দাগণের (রাঃ) প্রতি। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) নবুয়তী ছিলছিলার সর্বশেষ নবী ও রসূল, যিনি সমগ্র বিশ্ব-বাসীর জন্য আগমন করেছেন । আল্লাহ তা'য়ালা বলেন - হে রসূল (সঃ), আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব-বাসীর জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে প্রেরণ করেছি। (সাবা-২৮)। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ওয়ারীশ হিসাবে যারা দায়িত্ব পালন করতে চান তাদেরকে বিশ্ব-মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। সকল নবীদের (আঃ) নবুয়তী মিশনের কেন্দ্র ছিল মাসজিদ। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ওয়ারীশ হিসাবে যারা কাজ করতে চান তাদেরকে রসূলুল্লাহর (সঃ) পদাংক অনুসরণ করে খুলাফায়ে রাশিদীন ও সাহাবাগনের (রাঃ) ন্যায় মাসজিদকে কেন্দ্র করে দায়িত্ব পালন করতে হবে। নবুয়তী দায়িত্ব সমুহঃ দাওয়াত ও তাবলীগ, তা-লীম ও তারবিয়াত, তাজকিয়ায়ে নাসফ বা আত্মার পরিশুদ্ধি, পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ এবং বিশ্ব মানবতার কল্যাণে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সাধনা- ছিল নবী-রসূলগণের (আঃ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সুতারাং রসূলুল্লাহর (সঃ) ওয়ারীশ হিসাবে যারা এগিয়ে আসতে চান তাদেরকে উক্ত দায়িত্ব সমূহ সম্মীলিতভাবে আকড়ে ধরে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগগন কিভাবে দায়িত্ব সমূহ পালন করতে পারেন তার কতিপয় নমুনা নিম্নে পেশ করা হল।

(ক) দাওয়াত ও তাবলীগ: নবী-রসূলগনের (আঃ) সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্মসূচী ছিল - দাওয়াত ও তাবলীগ। তাওহীদের দিকে মানুষদের আহবান করাকে আল্লাহ তা'য়ালা সর্বোত্তম কথা বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন- আপনার প্রভুর দিকে সবাইকে ডাকুন হিকমতের সাথে ও সুন্দর সুন্দর কথার দ্বারা (নহল-১২৫)। তিনি আরো বলেন- হে রসূল (সঃ) আপনার রবের তরফ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আপনি সবার কাছে পৌছে দিন (মায়েদা-৬৮)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন- আমার পক্ষ থেকে একটি মাত্র বাক্য হলেও তা মানুষের কাছে পৌছে দাও (বোখারী-তিরিমিজি)। রসূলুল্লাহ (সঃ) দাওয়াত ও তাবলীগের

www.pathagar.com

জন্য ব্যক্তিগত ভাবে দাওয়াত দিয়েছেন, সাফা পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে সামষ্টিক ভাবে দাওয়াত দিয়েছেন, তায়েফবাসীদের কাছে দাওয়াত পৌছানোর জন্য তিনি সফর করেছেন, মারাত্মক বাধার মুখে আল্লাহর হুকুমে হিজরত করেছেন এবং আবিসিনিয়া- রোম- পারস্য সম্রাটদের নিকট তিনি চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছেন। মুবাল্লিগগন সর্বদা ঐ সব কর্মপন্থা অনুসরন করবেন, এবং প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মহল্লাবাসীকে আল্লাহর ইবাদাত ও রসূলুল্লাহ (সঃ) ইত্তেবার দিকে দাওয়াত দিবেন। তাগুত, শয়তান ও নাফসের ধোকা থেকে সাবধান করবেন ঈমান, আকাঈদ, আমল, আখলাখ, চিন্তা-চেতনা ও আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য চেষ্টা করবেন। শিরক, কুফর, নিফাক, বিদআত ও জাহেলি রসম-রেওয়াজ থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সতর্ক করবেন। আমলে সালেহ ও তাকওয়া অনুশীলনে অনুপ্রানিত করবেন। জামায়াত ও তা-লীমে অংশ গ্রহণের দাওয়াত দিবেন। সকল প্রকার ফিৎনা-ফাসাদ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিবেন। এ ব্যাপারে সম্ভাব্য কর্মপন্থা হল-

১) মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগগন সর্বদা দাওয়াতী উপকরণ সাথে রাখবেন এবং প্রতিটি সুযোগকে দাওয়াতী কাজে লাগাবেন। মুয়াল্লিমগন অন্ততঃ একটি বুনিয়াদি মারকাজ পরিচালনা করবেন এবং মুবাল্লীগগন অন্ততঃ একটি বুনিয়াদি মারকাজের সাথে নিয়মিত সম্পর্ক রাখবেন।

২) মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগগন সর্বদা অমুসলিম ভাইদের মাঝে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর নমুনায় তাওহীদের দাওয়াত পেশ করার চেষ্টা করবেন। যারা দাওয়াতে সাড়া প্রদান করবেন তাদেরকে পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন।

৩) মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগগন সর্বদা কুরআন ও ছুন্নাহর মৌলিক বিধানসমূহ অন্যান্য ভাইদের কাছে পৌছে দেয়ার চেষ্টা করবেন। হিদায়াত ও ইসলাহের জন্য দরদী মন নিয়ে, নম্র ভাষায়, সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) তরিকায় তাবলীগী কাজ করবেন ও দোয়া করবেন।

৪) মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগগন তাদের বসবাসের স্থান, কর্মক্ষেত্র, স্থায়ী ঠিকানা, আত্মীয়-স্বজন ও দূরবর্তী বন্ধুমহল সহ সকল ক্ষেত্রে দাওয়াত পৌছিয়ে জান-মাল কুরবাণীর মাধ্যমে অন্ততঃ একটি করে দ্বীনের বুনিয়াদী মারকাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন এবং তদারক করবেন।

৫) মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগগন সর্বদা দ্বীনি মাহফিল, মাজলিস, সমাবেশ, নামাজের খুতবা, লিখনী, চিঠিপত্র ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উম্মাহর সংশোধন, পরিপূর্ণ দ্বীনি চেতনার বিকাশ সাধন এবং কুরআন ও ছুন্নাহ ভিত্তিক ইত্তিহাদের লক্ষ্যে যথাসাধ্য ভূমিকা পালন করবেন।

দাওয়াত ও তাবলীগের মর্যাদা ঃ দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে আমলকারীর সমপরিমান সওয়াব পাওয়ার যায়। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন- রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথে আহবান জানাবে সে তার অনুসারীর

www.pathagar.com

সমপরিমান সওয়াব পাবে, তবে অনুসারীর সওয়াব থেকে মোটেও কমানো হবেনা। আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর দিকে ডাকে সে তার অনুসারীদের সমপরিমান পাপের ভাগী হবে, তবে অনুসারীদের পাপ থেকে মোটেও কমানো হবে না। (মুসলিম, তিরমিজি)। তিনি আরও বলেন- দ্বীন ইসলাম তো অপরিচিত অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছিল এবং অচিরেই অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে। সুতরাং সুসংবাদ সেই অপরিচিতদের জন্য, যারা আমার ছুন্নাহ মানুষের দ্বারা বিপর্যস্থ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় তার ইসলাহ বা পূর্ণজীবিত করে (তিরমিজি)।

(খ) তা-লীম ও তারবিয়াতঃ- তাওহীদের দিকে মানুষদেরকে দাওয়াতের পর নবী-রসূলগনের (আঃ) দ্বিতীয় কর্মসূচী ছিল- কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেওয়া। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সর্ব প্রথম দ্বীনের বুনিয়াদী মারকাজ ছিল দারুল আরকাম, যেখানে তিনি তা-লীমুল কুরআন মক্তব কায়েম করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন- সর্বোত্তম ইবাদাত হচ্ছে কুরআন তিলাওয়াত। তার অনুকরণে মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগগনের নবুয়তী কার্যক্রমের বুনিয়াদঃ শ্রেণী, পেশা ও বয়স নির্বিশেষে সবার জন্য উম্মুক্ত তা-লীমুল কুরআন মক্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত । মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগগনের দায়িত্ব হলঃ তা-লীমুল কুরআন মক্তবকে দ্বীনের বুনিয়াদি মারকাজ হিসাবে গড়ে তোলা এবং তজবীদ, অর্থ ও ব্যাখ্যা সহ দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি শিক্ষা দিয়ে মহল্লাহবাসীকে দায়িত্বশীল তাকওয়াবান মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা। তা-লীম ও তারবিয়াতের ব্যাপারে সম্ভাব্য কর্মপন্থা হলোঃ

১) মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগগন বুনিয়াদী কেন্দ্রে তা-লীমুল কুরআন মক্তবে শিক্ষক / শিক্ষার্থী হিসাবে নিয়মিত অংশগ্রহণ করবেন। সাথে সাথে সবাইকে নিয়ে তাফসীর, হাদীস ও দ্বীনি বই-পত্র অধ্যয়নের অভ্যাস গড়ে তুলবেন। অর্জিত জ্ঞান জীবনের সর্বক্ষেত্রে কায়েমের জন্য সাধনা করবেন।

২) মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগগণ স্বীয় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দৈনিক কিছু সময় দ্বীনি তা-লীমের ব্যবস্থা করবেন। কুরআন-ছুন্নাহর উপর আমল ও তাকওয়া ভিত্তিক জীবনধারা অবলম্বনের মাধ্যমে সাহাবাগনের (রাঃ) পরিবারের নমুনায় স্বীয় পরিবারকে গড়ে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

৩) মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগগন স্বীয় স্ত্রী- মা ও বোনদেরকে তাকওয়াবান মুসলমান হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন। তাদের মাধ্যমে প্রতিবেশী মহিলাদের নিয়ে সপ্তাহে অন্তত একদিন সহীহ তিলাওয়াত শিক্ষা ও দ্বীনি তা-লীমের ব্যবস্থা করবেন এবং ঈমান ও আমলের ইসলাহের জন্য চেষ্টা করবেন।

৪) বুনিয়াদী মারকাজে ও ঘরেঃ দৈনিক তালীম, মডেল মারকাজেঃ সাপ্তাহিক জলসা, উপ-অঞ্চলেঃ মাসিক ইজতিমা ও শুরা, অঞ্চলেঃ দ্বি-মাসিক শুরা, ষান্মাসিক মুয়াল্লিম সমাবেশ ও রমজানে ইতিকাফ, কেন্দ্রেঃ ষান্মাসিক শুরা ও বার্ষিক দায়িত্বশীল মাজলিস এর মাধ্যমে তা-লীম জারী রাখবেন।

www.pathagar.com

৫) মুয়াল্লিমগণকে হতে হবেঃ আল্লাহর খাঁটি বন্ধু, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর প্রকৃত ওয়ারীশ, সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) বাস্তব নমুনা, পরস্পরের বন্ধু ও উম্মাহর আদর্শ শিক্ষক- যাকে দেখেই সমগ্র মহল্লাবাসী দ্বীন সম্পর্কে জানতে, আমল করতে ও তাকওয়া ভিত্তিক জীবন গড়ে তুলতে পারেন।

তা-লীম ও তারবিয়াতের মর্যাদাঃ তা-লীমী কেন্দ্রের মাধ্যমে সওয়াব অবিরাম জারী থাকে। হযরত জাবীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি নেক কাজের প্রচলন করলে সে তার নিজের সওয়াব পাবে এবং অনুসারীদের সমপরিমান সওয়াবও পাবে, তবে তাদের সওয়াব থেকে মোটেও হ্রাস করা হবে না। আবার কোন ব্যক্তি বদ কাজের প্রচলন করলে সে তার নিজের গুনাহের ভাগী হবে এবং অনুসারীদের সমপরিমান গুনাহের ভাগীও হবে, তাতে অনুসারীদের গুনাহের পরিমান মোটেও হ্রাস পাবেনা (তিরিমিজি, মুসলিম)। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দ্বীনি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। কোন একদল লোক যখন আল্লাহ তা'য়ালার ঘর সমূহের মধ্যে কোথাও একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ এবং পরস্পর এর আলোচনা করতে থাকে তখন তাদের উপর সাকিনা অবতীর্ণ হতে থাকে, রহমত ও অনুগ্রহ তাদেরকে ঢেকে দেয়, ফিরিশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে নেন এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশতাদের সামনে তাদের উল্লেখ করে থাকেন (মুসলিম)। হযরত সাখবারা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করে, এটা তার পূর্ববর্তী (অজ্ঞতা জনিত) গোনাহ সমূহের কাফফারাহ হয়ে যায় (তিরমিজি)। কোন ব্যক্তি (দ্বীনি) জ্ঞানের অন্বেষণে বের হলে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে অবস্থানরত থাকে (তিরমিজি)।

(গ) তাজকিয়ায়ে নাফসঃ নবী-রসূলগণের (আঃ) তৃতীয় কর্মসূচী হল- মানুষের কাছে আল্লাহর আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করে শুনানো এবং পরিশুদ্ধ করা। আল্লাহ বলেন- হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং সিদ্দিকীনগণের সংগী হও (তওবা ১১৯))। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের স্তর সমূহ হল- ১) মুমিনীন, ২) সালেহীন ৩) মুক্তাকীন, ৪) মুহসিনীন, ৫) মুজাহিদীন, ৬) সিদ্দিকীন ৭) খুলাফায়ে রাশিদীন ও ৮) নাবিয়্যীন এর স্তর। আল্লাহ মুমিনগণকে তাকওয়ার জীবনধারা অবলম্বন করে সিদ্দিকীন-গণের সংগী হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগগণ আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে- আল্লাহর কিতাবের সাথে সম্পর্ক, আল্লাহর রসূলের সাথে সম্পর্ক, আল্লাহর ঘরের সাথে সম্পর্ক, আল্লাহ-ওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক এবং আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও আল্লাহর জন্য দুশমনী- এই নীতি অনুসরণ করে সিদ্দিকীনের স্তরে পৌছার জন্য অবিরাম সাধনা করবেন। এ ব্যাপারে গৃহীত কর্মপন্থা হল-

www.pathagar.com

১) **ঈমান ও আকিদার পরিশুদ্ধি ঃ** ঈমান হতে হবে শিরকমুক্ত, কুফরমুক্ত, নিফাকমুক্ত এবং তাগুতমুক্ত। যাবতীয় বাধার মোকাবেলায় এর উপর সর্বদা অবিচল থাকতে হবে। সাহাবাগণ (রাঃ) যেভাবে ঈমান এনেছেন ঐভাবে ঈমান আনতে হবে এবং যেরূপ আকিদা পোষণ করেছেন ঐরূপ আকিদা পোষণ করতে হবে।

২) **আমল ও আখলাকের পরিশুদ্ধিঃ** আমল হতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহর হুকুম ও রসূলুল্লাহর (সঃ) তরিকা অনুযায়ী, রিয়া ও গোনাহমুক্ত। সাহাবাগণ (রাঃ) যেভাবে আল্লাহর হুকুম ও রসূলের (সঃ) তরিকার উপর আমল করেছেন ঐভাবে আমল ও আখলাককে পরিশুদ্ধ করতে হবে।

৩) **অন্তঃকরণের পরিশুদ্ধিঃ** আত্মার মুনজিয়াত গুনাবলী (ইখলাস, তাওয়াক্কুল, সবর, শোকর ইত্যাদি) অর্জন এবং মুহলিকাত দোষ সমূহ (রিয়া, কেবর, হাসাদ. ইত্যাদি) বর্জনের জন্য আল্লাহওয়ালাগণের সোহবত ও দায়িত্বশীলদের তত্বাবধানে মুরাকাবা, মুহাসাবা ও মুজাহাদার মাধ্যমে অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধির জন্য অবিরাম সাধনা করতে হবে।

৪) **কলবের পরিশুদ্ধিঃ** আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমেই কলব পরিশুদ্ধ হয়। আল্লাহকে সর্বদা হাজির-নাজির জেনে যাবতীয় কাজ করাও জিকিরের অন্তর্ভূক্ত। এছাড়া কুরআন তিলাওয়াত, সার্বক্ষণিক জিকির, সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবীহ-তাহমীদ, দুরুদ-সালাম, মাছনুন দোয়া ও ইস্তিগফার কলবের পরিশুদ্ধির হাতিয়ার।

৫) **আল্লাহর সাথে গভীর মহব্বতঃ** আল্লাহ ও তাঁর কিতাব এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর ছুন্নাহকে জীবনের চেয়ে বেশী মহব্বত করা। আল্লাহর নিদর্শনসমূহ, রসূলুল্লাহর (সঃ) বংশ-ধর, সাহাবাগণ (রাঃ) ও অলীগণের প্রতি মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শণ। গাইরুল্লাহর মহব্বত বর্জন ও বেহুদা কথা-কাজ পরিহার, হালাল রুজি অন্বেষণ, তাহাজ্জুদ, ইতিকাফ, দান-সদকা, বেশী কাঁদা, কম হাসা, কম কথা বলা, কম ঘুমানো, এবং আল্লাহর পথে জান মাল কুরবানী করা ইত্যাদি মহব্বত অর্জনের হাতিয়ার।

তাজকিয়ায়ে নাফস এর মর্যাদাঃ তাজকিয়ায়ে নাফসের পুরষ্কার হল- **আজরুন কাবীর** আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই যারা তাদের রবকে না দেখে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা-পুরষ্কার (মুলকঃ১২)। যে তার আত্মাকে পুত-পবিত্র রাখল সে সাফল্য লাভ করল আর যে তার আত্মাকে কলুষিত করল সে ধ্বংস হয়ে গেল (আশ শামসঃ১০, ১১)। সেই সফলকাম, যে পবিত্রতা অর্জন করে, রবের নামে জিকির করে এবং সালাত আদায় করে (আল-আলাঃ১৪, ১৫)। যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না, সেদিন কেবলমাত্র সে-ই উপকৃত হবে যে আল্লাহর কাছে পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে হাজির হবে (শুয়ারাঃ ৮৮,৮৯)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, নিশ্চয়ই মানুষের দেহে এক টুকরা গোশত আছে, যখন তা যথার্থ রূপে পবিত্র হয় তখন সমস্ত দেহই পবিত্র হয়ে যায়, আর যখন

www.pathagar.com

তা অপবিত্র হয়ে যায় তখন সমস্ত দেহই অপবিত্র হয়ে যায়, আর জেনে রাখ তা হল ক্বলব (বুখারী, মুসলিম)।

ঘ) পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণঃ নবী-রসূলগণের (আঃ) চতুর্থ কর্মসূচী ছিল- পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন- হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচাও (তাহরীমঃ ৬)। মহল্লাহর অর্ন্তগত পরিবার সমূহ যখন সাহাবাগণের (রাঃ) পরিবারের ন্যায় আদর্শ পরিবার হিসাবে গড়ে উঠবে তখন ঐ মহল্লা হবে মদীনাতুর রসূলের (সঃ) ন্যায় আদর্শ সমাজ। সামাজিক কল্যাণ সাধন তথা খেদমতে খালক ছিল নবী-রসূলগণের (আঃ) অন্যতম কাজ, যাদেরকে মহান আল্লাহ মানব জাতির কল্যাণের জন্য প্রেরণ করেছেন। এ ব্যাপারে গৃহীত কর্মপন্থা হল-

১) **পারিবারিক কল্যাণঃ** পারিবারিক তা-লীমের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারকে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর পরিবারের ন্যায় আদর্শ পরিবার হিসাবে গড়ে তোলা এবং প্রতিবেশীদের দুঃখ-শোকে ও বিপদ-আপদে পরস্পরের সহযোগিতা ও সহমর্মীতার মানসিকতা সৃষ্টি করা।

২) **দারিদ্র বিমোচনঃ** মাসজিদ ভিত্তিক যাকাত সংগ্রহ করে মহল্লাবাসীদের মাঝে দারিদ্র বিমোচনের জন্য এককালীন সাহায্যের মাধ্যমে স্বল্পপুঁজির কর্মসংস্থান এবং ফেরৎযোগ্য অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে মাসজিদ কেন্দ্রিক লোন তহবিল গঠন করে সুদ বিহীন লোন প্রদান।

৩) **নিরক্ষরতা দূরীকরণঃ** আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি অঞ্চলে সাধারণ, আলিয়া, কওমী পদ্ধতির সমন্বিত সিলেবাসের মাধ্যমে অন্ততঃ একটি মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যাতে সেখান থেকে পাশ করে কোন ছাত্র যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখা-পড়া করতে পারে।

৪) **সামাজিক আন্দোলনঃ** নৈতিক অবক্ষয় রোধ করে সমাজে দ্বীনি ও তাকওয়ার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে মাসজিদ কেন্দ্রিক কল্যাণময় আদর্শ সমাজ গঠনের সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫) **বিবিধ সমাজকল্যাণঃ** মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগ ভাইদের দ্বীনি কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা। গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কলারশীপ চালু করা। এছাড়া অভাবীদের জন্য চিকিৎসা সহায়তা, দুর্যোগকালীন জরুরী সেবা, মৃতের দাফন-কাফনসহ বিবিধ কল্যাণমুলক তৎপরতা চালানো।

www.pathagar.com

সমাজ কল্যাণের মর্যাদাঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব কষ্ট সমূহের একটি কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি বড় কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবীর অভাবের কষ্ট লাঘব করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার অভাবের কষ্ট লাঘব করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে আল্লাহও ততক্ষণ তার সাহায্য করতে থাকেন (মুসলিম)। কোন কোন সমাজকল্যাণ কাজ সদকায়ে জারিয়া হিসাবে গন্য হয়।

ঙ) বিশ্ব মানবতার কল্যাণঃ নবী রসূলগণের পঞ্চম কর্মসূচী ছিল- দুনিয়ায় প্রচলিত সমস্ত জীবন-ব্যবস্থার উপর আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনিই তাঁর রসূলকে (সঃ) হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি প্রচলিত সমস্ত দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করে দেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে (আছ-ছফঃ ১০) তিনি আরও বলেন- তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে দুনিয়ার বুকে খিলাফতী দান করবেন যেমন তিনি পূর্ববতীদেরকে খিলাফতী দান করেছেন (নূরঃ ৫৫) এ ব্যাপারে গৃহীত কর্মপন্থা হল-

১) **যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টিঃ** খিলাফত সমাজ ব্যবস্থার দায়িত্ব পালনের উপযোগী যোগ্য ও আদর্শ নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে যাথাযথ দ্বীনি, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২) **দ্বীনি সুসম্পর্ক সৃষ্টিঃ** দেশে দ্বীনের পথে নিবেদিত অন্যান্য ব্যক্তি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে আন্তরিকতার সাথে ইসলাহ ও ইত্তিহাদের মাধ্যমে সমন্বিত সহীহ দ্বীনি স্রোতধারা সৃষ্টির চেষ্টা করা।

৩) **দ্বীনি যোগাযোগ বৃদ্ধিঃ** উম্মাহর মাঝে প্রচলিত দ্বীনি কর্মকান্ডের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে দ্বীনি চেতনাকে খিলাফতের চেতনায় পরিণত করতে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও খুলাফায়ে রাশিদীনের (রাঃ) আদর্শিক চর্চা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া।

৪) **আদর্শ সামজ গঠন ঃ** প্রতিটি অঞ্চলে অন্ততঃ একটি করে মাসজিদ কেন্দ্রিক আদর্শ খিলাফত সমাজের মডেল তৈরী করে কল্যাণময় খিলাফত ব্যবস্থার মহান আদর্শকে সর্বত্র পরিচিত, গ্রহণযোগ্য ও সমুন্নত করার চেষ্টা করা।

৫) **ক্ষেত্র প্রস্তুত করণঃ** নবুয়তের অনুকরণে খুলাফায়ে রাশিদীনের (রাঃ) ন্যায় খিলাফত ব্যবস্থাই উম্মাহর জন্য অপরিহার্য একমাত্র কল্যাণময় ব্যবস্থা- উম্মাহর মাঝে এ ধারণা দৃঢ়মূল করে খিলাফত ব্যবস্থার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

www.pathagar.com

বিশ্ব মানবতার কল্যাণমুলক কাজের মর্যাদাঃ হিজরাত ও জিহাদের মাধ্যমে দ্বীন বিজয়ী হয়, ফলে বিশ্ব মানবতার কল্যাণ সাধিত হয়ে, যার পুরষ্কার হল- আজরুন আজী-ম। আল্লাহ-তা'আলা বলেন- যারা ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে এবং আল্লাহর পথে স্বীয় মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তাদের জন্য রয়েছে সুবিশাল মর্যাদা, আর তারাই হবে সফলকাম (তওবাঃ২০)। তিনি আরও বলেন- হে ইমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বীয় জীবনব্যবস্থা ত্যাগ করে (তার জেনে রাখা উচিত), অতি সত্তর আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালবাসবে, তারা ঈমাদানদের প্রতি থাকবে অত্যন্ত সদয় এবং কাফেদের প্রতি থাকবে অত্যন্ত কঠোর, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে আর তারা কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবেনা, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন, বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যাপকতার অধিকারী ও মহাজ্ঞানী (মায়েদাঃ ৫৪)। আল্লাহ আমাদেরকে ঐ সত্যপন্থী জামাতের অন্তর্ভূক্ত করুন, যার উপর রসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) গণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাদের সংগে আমাদের হাশর করুন- **আমিন।**

ইসলাহুল উম্মাহ এর কতিপয় দৃষ্টিভঙ্গী

ক) ইসলাহুল উম্মাহ ঃ ইসলাহুল উম্মাহ একটি সুগংগঠিত প্রোগ্রাম- যা নবুয়তী জিন্দেগীর সবগুলো কার্যক্রমের সমন্বয়ে গঠিত ও কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের লক্ষ্যে মাসজিদ কেন্দ্রিক পরিচালিত। এর বিশেষত্ব হল খুলাফায়ে রাশিদীনের (রাঃ) নমুনায় বায়আত ভিত্তিক নেতৃত্ব ও আনুগত্য এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) এর অনুসরণে সাহাবাগণের (রাঃ) নমুনায় তাকওয়া ভিত্তিক জীবন ধারা গড়ে তোলার অব্যাহত সাধনা।

খ) উম্মাহর বৈশিষ্টঃ ইসলাহুল উম্মাহ প্রচলিত অর্থে কোন রাজনৈতিক দল নয়, বরং একটি দ্বীনি কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। নির্বাচনমূখী এর কোন কর্মতৎপরতা নেই। বিপ্লবের নামে সন্ত্রাসী, বোমাবাজি, জংগীবাদী ও নাশকতামূলক কার্যক্রম সমূহ ইসলাহুল উম্মাহ কখনো ইসলাম সম্মত মনে করে না। এ ছাড়া জাতীয় জীবনের জন্য শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নকারী কোন কার্যক্রমে ইসলাহুল উম্মাহ অংশগ্রহণ করেনা।

গ) উম্মাহর কর্মধারাঃ ইসলাহুল উম্মাহর যাবতীয় কার্যক্রম দ্বীনের মূল ভিত্তি কুরআন, ছুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পরিচালিত। এই প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষাপট, গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি, দৃষ্টিভংগী, সিদ্ধান্তসমূহ ও দিক নির্দেশনার কোন অংশ কুরআন ও ছুন্নাহর পরিপন্থী হিসাবে প্রমাণিত হলে সাথে সাথে তা বাতিল হবে এবং সেখানে কুরআন ও ছুন্নাহর বিধান বলবৎ হবে।

www.pathagar.com

ঘ) দায়িত্ব ও আনুগত্যঃ সকল পর্যায়ে দায়িত্বের ভিত্তি হবে ইলম, আমল ও তাকওয়া। কুরআন ও ছুন্নাহর আলোকে সকল পর্যায়ে দায়িত্বশীল ও কর্মীদের মাঝে আনুগত্যের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। দায়িত্বশীলগণ পরামর্শ সভার অন্তবর্তীকালীন সময় বা যে কোন জরুরী মূহুর্তে পরামর্শ ব্যতিরেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নির্দেশ প্রদান করতে পারেন, তবে পরবর্তী পরামর্শ সভায় এর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে হবে।

ঙ) পার্শ্ব-সংগঠনঃ প্রয়োজনবোধে ছাত্র-ছাত্রী, মহিলা বা পেশা ভিত্তিক তা-লীমূল কুরআন মক্তব কেন্দ্রিক আলাদা বুনিয়াদী কেন্দ্র চালু করা যাবে। তবে বর্তমানে জাতীয় ভিত্তিতে আলাদা কোন ছাত্র-ছাত্রী- মহিলা বা পেশা-শ্রেণী ইত্যাদি সংগঠন সৃষ্টির প্রয়োজন নেই। তা-লীম পরিচালনা করার উপযুক্ত মহিলা পাওয়া গেলে তার বাড়ীতে প্রতিবেশী মহিলাদের নিয়ে তা-লীম চালূ করা যাবে।

চ) টার্গেটেড জনশক্তিঃ ইসলাহুল উম্মাহর টার্গেটেড জনশক্তি হল হক পন্থী আলেম, মাসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, ধর্মীয় শিক্ষক, মুসলিম দ্বীনদার বুদ্ধিজীবি ও দ্বীনের পথের পথিক-যারা মুসলিম উম্মাহর মাঝে তা-লীমুল কুরআনের কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করতে পারেন এবং তা-লীমুল কুরআন মক্তবের উপর ভিত্তি করে মহল্লাবাসীদের মাঝে দ্বীনি কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম।

ছ) অর্থ সংগ্রহ নীতিঃ কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয় খরচ নিজ এলাকা থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এ ব্যাপারে মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগগণকে নিয়মিত এয়ানত দানের মাধ্যমে সাধ্যানুযায়ী ত্যাগ ও কুরবানীর পরিচয় দিতে হবে। উর্দ্ধতন শাখা থেকে কোন আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে না এবং উর্দ্ধতন শাখায় কোন এয়ানত দিতে হবে না। তবে উর্ধতন মেহমানদের মেহমানদারী ও সফরের পথ খরচ বহন করবে।

জ) প্রদর্শণী কার্যক্রমঃ বুনিয়াদী মারকাজের কার্যক্রম ইসলাহুল উম্মাহর নামে করা জরুরী নয়। তবে মডেল মারকাজের কাজ ইসলাহুল উম্মাহর নামে সম্পাদিত হবে। কোন প্রদর্শনীমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা আমরা জরুরী মনে করি না। তবে উম্মাহকে দিক নিদের্শনা দেয়ার জন্য ইলাহুল উম্মাহর নামে মাহফিল, তা-লীমী মাজলিস, আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি ঘরোয়া প্রোগ্রাম করা যাবে এবং দিক-নির্দেশনামূলক প্রবন্ধ লিখে পত্রিকায় ছাপিয়ে মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা যাবে।

ঝ) আল্লাহর নৈকট্যঃ ইসলাহুল উম্মাহ মনে করে- একমাত্র আল্লাহপাকের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁর কবুলিয়াত ছাড়া দ্বীনের কাজ করা সম্ভব নয়। ইখলাসের সাথে আল্লাহর হুকুম ও রসূলুল্লাহর (সঃ) তরিকা অনুযায়ী তাকওয়া ভিত্তিক জীবনধারা অবলম্বনের মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথে যাত্রা করতে হবে। সুতরাং সবার অন্তরে তাওয়াক্কুল, সবর, শোকর ইত্যাদি মুনজিয়াত গুণসমূহ অর্জন এবং গাইরুল্লাহর মোহ, রিয়া, আত্মতৃপ্তি, কোন কিছু করে ফেলার ইচ্ছা, অহংকার, হিংসা ইত্যাদি মুহলিকাত দোষসমূহ বর্জনের জন্য দায়িত্বশীদের তত্ত্বাবধানে সাধনা করতে হবে।

www.pathagar.com

ঞ) ইসলামী সংগঠনঃ যারা নবুয়তের অনুকরণে খিলাফত ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে কুরআন ও ছুন্নাহ মোতাকেব জীবনের সকল ক্ষেত্র গড়ে তুলতে চান-সহীহ আকিদাওয়ালা এসব সংগঠনকে আমরা ইসলামী সংগঠন মনে করি। তাদের আমলী ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ইসলামী সংগঠন থেকে খারিজ বলে মনে করি না এবং ময়দানী সমালোচনা করা সমীচিন বলে মনে করি না। তবে ঐ সব ত্রুটি বিচ্যুতি যাতে আমাদের মধ্যে না আসে সেই জন্য ঘরোয়া ও ইহতিসাব মূলক আলোচনা করা এবং আমলী ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য সম্ভব্য প্রয়াস চালানো যাবে।

ট) ইত্তিহাদ বা জোটঃ ইসলাহুল উম্মাহর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল ইসলাহ ও ইত্তিহাদ। এক্ষেত্রে ইত্তিহাদ হতে হবে তাকওয়া ভিত্তিক। উম্মাহর ইসলাহ ছাড়া শুধুমাত্র ইত্তিহাদের মাধ্যমে দ্বীনের কোন কল্যাণ হতে পারে না। যারা রসূলুল্লাহর (সঃ) আদর্শ কায়েমে অংগীকারাবদ্ধ নন এমন দলের সাথে ইসলামী দলের জোট গঠন আমরা সমীচিন মনে করি না। তবে সকল ইসলামী দলের দ্বীনি কার্যক্রমের সহায়তা করার নীতিতে আমরা বিশ্বাসী।

ঠ) সংগঠনের অগ্রগতিঃ ইসলাহুল উম্মাহর মূল লক্ষ্য হল- নবীর (আঃ) অবর্তমানে উম্মাহর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন। মুয়াল্লিম সংখ্যা ও শাখা সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ইসলাহুল উম্মাহ তার অগ্রগতি বিবেচনা করে না। বরং উম্মাহর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে কতটা সফলতা লাভ করেছে, এর উপর ইসলাহুল উম্মাহ তার অগ্রগতি বিবেচনা করে।

ড) আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ উল্লেখিত বিষয়াদি এবং ময়দানের অন্যান্য সমস্যাবলী নিজেদের মাঝে খোলা মনে আলোচনার সুযোগ সর্বদা উম্মুক্ত রেখে সকল পর্যায়ে যে কোন সমস্যার দ্রুত সমাধান দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। যে কোন প্রশ্নের সমাধানের জন্য কেন্দ্রের অপেক্ষা না করে স্থানীয় ভাবে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধান দিতে হবে। তবে এ ব্যাপারে কেন্দ্রের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও পরামর্শ করা যাবে।

মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগ ভাইদের কতিপয় আমল

ক) কুরআন তিলাওয়াতঃ ধারাবাহিক ভাবে তাজবীদের সাথে সহীহ তিলাওয়াত করতে হবে- বৎসরে অন্ততঃ দুই খতম। তিলাওয়াত পরিপূর্ণ সহীহ না হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা-লীমুল কুরআন মক্তবের মাধ্যমে সহীহ তিলাওয়াত শিখে নিতে হবে। এছাড়া প্রতিদিন ভোরে সুরা ইয়াসীন, মাগরীব বাদ- সূরা ওয়াকিয়াহ, ঘুমের পূর্বে- সুরা মুলক তিলাওয়াত, ফজর ও মাগরিব বাদ সুরা হাশরের শেষ ৩ আয়াত (১ বার), সূরা ইখলাস-ফালাক- নাস (৩ বার), প্রসিদ্ধ ৩৩ আয়াত (১ বার), নামাজ বাদ সুরা ফাতিহা, আয়তুল কুরসী, শাহিদাল্লাহ..... (২ আয়াত) ও কুলিল্লা হুম্মা ..... (২ আয়াত) ১ বার করে নিয়মিত তিলাওয়াত করতে পারেন।

www.pathagar.com

খ) দোয়া, জিকির ও দরুদঃ মাসনুন দোয়া সমূহের উপর নিয়মিত আমল করা। সকাল ও সন্ধায় বাকিয়াতুস সালিহা-১০০ বার, হাসবিআল্লাহ..... (তাওবার শেষ আয়াত)- ৭বার, আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার- ৭ বার, সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার-১ বার, বিছমিল্লাহিল্লাজি..... ৩ বার ও এশা বাদ দুরুদ শরীফ-১০০ বার নিয়মিত পাঠ। সর্বদা চলতে ফিরতে সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহী এবং ইস্তগফার বেশী বেশী করে পড়ার চেষ্টা করতে হবে।

গ) তাহাজ্জুদ নামাজঃ নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। শেষ রাতে উঠতে সমস্যা হলে এশা বাদ তাহাজ্জুদের নিয়তে অন্ততঃ দুই/চার রাকাত নামায আদায় করা এবং শেষ রাতে উঠতে পারলে আবার দুই/চার রাকাত আদায় কারার চেষ্টা করতে হবে।

ঘ) মুহাসাবা ও মুজাহাদাঃ রাতে ঘুমের সময় নফসের কাছে সারা দিনের কাজের হিসাব নিতে হবে। নাফসকে আল্লাহর হুকুম ও রসূলুল্লাহ (সঃ) এর তরিকা অনুগত করার জন্য সর্বদা শাসন ও সাধনা করতে হবে। মুহলিকাত সমূহ বর্জন এবং মুনজিয়াত সমূহ অর্জনের জন্য সর্বদা মুজাহাদা করতে হবে।

ঙ) আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে সর্বদা সুসম্পর্ক রাখতে হবে। সাবধান! মতের অমিল হলেও তাদের সাথে কোন প্রকার বিরোধে জড়ানো যাবে না। তাদের প্রতি মনে কোন বিদ্বেষ রাখা যাবে না। কখনো তাদের সমালোচনা করা যাবে না। অন্যান্য ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্বের প্রতিও কোন বিরূপ মন্তব্য করা সমীচিন হবে না ।

মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগ ভাইদের জন্য প্রাথমিক সিলেবাসঃ

১) কুরআন অধ্যয়ন (ক) পাঠ্য কিতাব- তাফসীরে মারেফুল কুরআন (সংক্ষেপিত) ও (খ) সহায়ক কিতাব অন্যান্য সহীহ তাফসীর কিতাব।

২) হাদীস অধ্যয়ন (ক) পাঠ্য কিতাব- রিয়াজুস সালেহীন এবং (খ) সহায়ক কিতাব অন্যান্য প্রসিদ্ধ সহী হাদীসের কিতাবসমূহ।

৩) ফিকাহ অধ্যয়ন (ক) পাঠ্য কিতাব-বেহেশতী জেওর ও তরিকুল ইসলাম এবং (খ) সহায়ক কিতাব অন্যান্য সহীহ ফিকাহ ও দ্বীনি কিতাব সমূহ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com